যুগান্তর

তারিখ 17 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

ছাত্রলীগের সম্মেলন হবে প্রতিবছর নতুন-খসড়া গঠনতন্ত্রে প্রস্তাব

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

প্রতি বছর সম্মেলন বাধ্যতামূলক, ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন এবং শেখ হাসিনাকে সাংগঠনিক নেত্রী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে ছাত্রলীগের নতুন গঠনতন্ত্র প্রণীত হচ্ছে। গঠনতন্ত্র সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি আজ শুক্রবার ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুর কাছে তাদের প্রস্তাবনা পেশ করবে। এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

নতুন গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, প্রতি বছর সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ৪ জানুয়ারির মধ্যে সম্মেলন করে নতুন নেতৃত্বের কাছে

সম্মেলন : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

সম্মেলন : ছাত্রলীগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা সম্ভব না হলে কমিটি আরও ৯০ দিন সময় পাবে। এ সময়ের মধ্যও সম্মেলন করতে ব্যর্থ হলে কমিটি বিলুপ্ত হবে। সাংগঠনিক নেত্রী সংকট সমাধানে পদক্ষেপ নেবেন।

এতে আরও বলা হয়েছে, ৮৪টি সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি থেকে ২৫ জন করে কাউন্সিলর থাকবেন। কাউন্সিল অধিবেশনে তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে ছাত্রলীগের নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। এর আগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে সাংগঠনিক নেত্রী হিসেবে মেনে চলা হলেও গঠনতন্ত্রে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ ছিল না। নতুন গঠনতন্ত্রে তাকে সাংগঠনিক নেত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

নতুন বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ১০১। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ছাড়া ১৫ জন সহ-সভাপতি, ৭ জন যুগ্ম সম্পাদক ও ৭ জন সাংগঠনিক সম্পাদক থাকবেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ধর্ম সম্পাদক নামে দুটি সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্কুল বিষয়ক সম্পাদকের নাম পরিবর্তন করে গণশিক্ষা সম্পাদক করা হয়েছে। সহ-সম্পাদক পদগুলোর নাম উপ-সম্পাদক করা হয়েছে। নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ১০১। এর বাইরে ৮৪টি সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি থেকে একজন করে এ পরিষদে স্থান পাবেন।